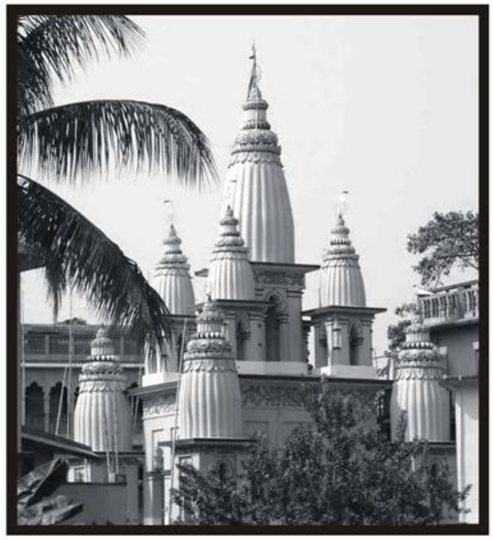

শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ

"শ্রীসনাতম শিক্ষারম্ভেই মহাপ্রভু সর্ব্বপ্রথমে জীবের স্বরূপ বিচার শিক্ষা দিলেন---

"জীবের 'স্বরূপ' হয়---কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি' 'ভেদাভেদ প্রকাশ'।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য বিংশ ১০৮)

.... ইহাই জীবের স্বরূপের পরিচয়, এই পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে জগতের প্রত্যেক 'আমি' নিজ নিজ হিতাকাঙ্ক্ষার সহিত পরস্পর সর্ব্বজীবের হিতাকাঙ্ক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে পারিব, তাহা হইলেই জগতের সর্ব্বত্র প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইতে পারিবে।"

---শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীসনাতন শিক্ষা

শ্রীচৈতন্যমঠ ও বিশ্বব্যাপী গৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা
পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু
প্রভুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের
অনুকম্পিত অধস্তন শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ
শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের
প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্যবর্য্য
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ
কর্ত্তৃক প্রণীত

প্রথম সংস্করণ
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা তিথি-বাসর
(গৌরাব্দ—৫১২, বঙ্গাব্দ—১৪০৫, খৃষ্টাব্দ—১৯৯৮)
গুরুপাদপদ্মের শততম বর্ষপূর্ত্তির পুষ্পাঞ্জলি (১৮৯৮—১৯৯৮)
দ্বিতীয় সংস্করণ
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা তিথি-বাসর
(শ্রীগৌরাব্দ—৫২১, বঙ্গাব্দ—১৪১৪, খৃষ্টাব্দ—২০০৭)
সম্পাদক ঃ ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ভক্তিবিবুধ বোধায়ন
যুগ্মসম্পাদক ঃ শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী
প্রকাশক ঃ ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ভক্তিনন্দন স্বামী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

ষড়্গোস্বামীর অন্যতম সনাতন গোস্বামীর বৈরাগ্যের উদয় হইল, কাশীধামে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ভবনে যাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কালে অত্যন্ত দৈন্য পূর্ব্বক করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন--- প্রভোঃ, আমি কে?

কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি-- কেমনে হিত হয়।।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি।।

শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন তাঁহার প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া গীতোপদেশ করিয়াছিলেন ঠিক সেরূপ ভাবে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুও তাঁহার শ্রীমুখপদ্ম হইতে জগতের কল্যাণার্থে জগৎজীবকে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য, শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন--

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।।
জীব নিত্য-দাস---তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল।।
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।। *

এক্ষণে কৃষ্ণের তিন শক্তি চিৎ, অচিৎ (জড়) ও মায়ার সম্বন্ধে নিম্নে বিশ্লেষণ করিলাম--নিজের সঙ্কীর্ণ মনবুদ্ধি লইয়া অনন্ত ভগবান্‌কে মাপিয়া স্বীয় সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আনয়ন করার চেষ্টা মায়ার কার্য্য। এই মায়ার দ্বারা ইন্দ্রিয়জ অর্থাৎ অক্ষজজ্ঞান দ্বারা কখনও মায়াধীশ অধোক্ষজ শ্রীভগবান হরিকে জানা যায় না। অচিৎ অর্থাৎ জড়বস্তু দ্বারা কখন চিৎ চৈতন্যবস্তু শ্রীভগবানকে লাভ করা যায় না। ভগবানকে লাভ করার জন্য সদ্‌গুরুপাদপদ্মে নিজ আত্মাকে উৎসর্গ করিয়া ভগবদ্‌ভজন আরম্ভ করা আবশ্যকীয়।

শ্রীভাগবত বলেন--- " **নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।।**" এই সুগঠিত মনুষ্যরূপ দেহ তরণী (নৌকা) অনেক জন্ম কর্ম্ম ফলে ফল ভোগ করিতে করিতে কোন অজ্ঞাত সুকৃতি বশতঃ ভগবৎ কৃপায় লাভ হইয়াছে। এ ভব সমুদ্রে, এই মানব দেহই সুগঠিত নৌকাস্বরূপ। তাহাতে সদ্ গুরুরূপ কর্ণধার বিদ্যমান আছেন। পথিমধ্যে প্রবল ঝটিকাদি দ্বারা এই দেহতরী বিপন্ন হওয়ারও কোন আশঙ্কা নাই, কেন না শ্রীভগবানের কৃপানুরূপ অনুকূল বায়ু পশ্চাতে প্রবাহিত হইতেছে, যে মনুষ্য এমন সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই ভবসাগর উত্তীর্ণ না হয় সে নরাধম ও আত্মঘাতী।

"অতএব যত শীঘ্র পার সেবহ গোবিন্দচরণ।
জীবনের ঠিক নাই।"

a a a

মৃত্যু হইল। নবাব নীচে নামিয়া আসিয়া হিঙ্গা নামক এক ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন ''হিঙ্গা তুই মোরগা যা''। এই কথা বলিয়া তিনি রাজপ্রাসাদের অন্দরে চলিয়া গেলেন। মোরগা একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। সকলেই চিনে। ভৃত্য হিঙ্গা মোরগা গ্রামে চলিয়া গেল। সেইখানে গিয়া একই রাস্তায় বারবার ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল।

রাস্তার পার্শ্বে একটি পর্ণকুটীর, তাহার বারান্দায় বসিয়া দুইজন পণ্ডিত শাস্ত্র আলোচনা করিতেছিলেন। পণ্ডিতদ্বয় একটি অপরিচিত লোককে একই রাস্তায় আনাগোনা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''তুমি এইখানে ঘুরিতেছ কেন''? হিঙ্গা বলিল, ''আমি হোসেন শাহের ভৃত্য। তাঁহার আদেশে আসিয়াছি। কি কাজে আসিয়াছি তাহা জানিনা''।

পণ্ডিতদ্বয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ''তুমি মালিককে জিজ্ঞাসা করিলে না কেন কি কাজে যাইবে''? হিঙ্গা বলিল, ''তখন নবাবের মেজাজ---অত্যন্ত রুক্ষ, আমি সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করি নাই। আমাকে আদেশ করিয়া তিনি অন্দরে চলিয়া গেলেন। আমি বাহির-ভৃত্য, অন্দরে ঢুকিবার কোন অধিকার নাই। বাহিরে ফিরিয়া আসিয়া যদি আমাকে দেখেন যে আমি যাই নাই তাহা হইলে ভর্ৎসনা করিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিবেন--মারিতেও পারেন।'' ''নবাবের মেজাজ এইরূপ রুক্ষ হইবার কারণ কি?'' পণ্ডিতদ্বয় জানিতে চাহিলেন। হিঙ্গা বলিল, ''উনি একটি মসজিদ নির্ম্মাণ পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া বাঁশের মাঁচার উঁচুতে উঠিয়াছিলেন। ঐখানে প্রধান রাজমিস্ত্রীর সহিত কথা বলিতে বলিতে তাহাকে ধাক্কা দিলে রাজমিস্ত্রী নীচে পড়িয়া যান ও মৃত্যু হয়। এই কারণে নবাবের মেজাজ ভীষণ ভাবে রুক্ষ

ও রূপ। পরবর্ত্তিকালে তাঁহারা রাজার মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় অবলম্বন করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে একটি অপরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে।

একদিন রাত্রিকালে হোসেন শাহের বেগম স্বামীর গায়ে হাত বুলাইয়া সেবা করিতেছিলেন। দেখিলেন স্বামীর পিঠের উপরে একটি প্রকাণ্ড দাগ। ঐ দাগটি কিসের জানিবার জন্য পতিকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও হোসেন শাহ বলিতে রাজী হইলেন না। শেষে একান্ত পীড়াপীড়িতে রাজী হইয়া বলিলেন, ''আমি একসময় জমিদার সুবুদ্ধিরায়ের ভৃত্য ছিলাম। তিনি আমাকে একটি পুষ্করিণী খনন করিবার ভার দিয়াছিলেন। আমি অনেক চতুরতা করিয়া কাজটিতে ফাঁকি দিয়াছিলাম। মনিব আমার চতুরতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার হাতের লাঠি দিয়া আমার পীঠে সজোরে আঘাত করিয়াছিলেন। ঐটি সেই আঘাতের দাগ।'' বেগম জানিতে চাহিলেন, ''সুবুদ্ধিরায় এখন কোথায় আছে।'' বাংলার নবাব বলিলেন, ''তিনি আমার রাজ্যের মধ্যেই নিজ প্রাসাদে আছেন।'' বেগম বলিলেন, ''যাহার লাঠির দাগ নবাবের পিঠে সেই লোকটি এখনও বাঁচিয়া আছে? ইহা আমি সহ্য করিব না। কাল সকালেই ডাকিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিতে হইবে''। নবাব বলিলেন, ''তাহা আমি কিছুতেই করিতে পারিব না। আমি গুরুতর অন্যায় করিয়াছি বলিয়াই তিনি আমায় শাস্তি দিয়াছিলেন। তাঁহার হাতের শাস্তি পাইয়াই আমার বিবেক জাগিয়াছিল। তদবধি সৎ পথে চলিয়াছি। আমি একটি ভৃত্য ছিলাম। ভাগ্যবশে এখন নবাব হইয়াছি। আমার উন্নতির মূলে সুবুদ্ধিরায়ের ভর্ৎসনা ও লাঠি। আমি তাঁহার শিরশ্ছেদ করিতে পারিব না। আমি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ।''

অবস্থায় বাহির হইয়াছি। যে অবস্থায় একটি কুকুরও বাহির হয় না। আর বাহির হইয়াও আমি কি গর্হিত কার্য্য করিলাম। একজন নৈষ্ঠিক হিন্দুর জাতিভ্রষ্ট করিবার পরামর্শ দিয়া আসিলাম। ইহা ভীষণ পাপের কার্য্য করিলাম। আবার ভাবিলেন যাহাই হউক তাঁহার প্রাণটিকে তো বাঁচাইলাম।'' আবার ভাবিলেন, ''প্রাণটি বড় না ধর্ম্ম বড়? যাইত যাইত প্রাণটি যাইত। আমি কেন ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে পরামর্শ দিলাম?'' বিষণ্ণচিত্তে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সনাতন বাড়ী ফিরিলেন।

শ্রীসনাতন দুই দিন রাজসভায় যাইলেন না। তিনি কেন আসিতেছেন না, রাজার নিকট হইতে খবর আসিল। উত্তরে তিনি বলিলেন, ''আমি অসুস্থ।'' নবাব পরদিন এক কবিরাজ পাঠাইয়া দিলেন। কবিরাজ আসিয়া দেখিলেন কয়েকজন ভক্ত লইয়া তিনি শ্রীভাগবত চর্চ্চা করিতেছেন। কবিরাজ তাঁহার কি অসুখ জানিতে চাহিলে তিনি উত্তর করিলেন, ''আমার দেহের কোন অসুখ নাই, মনের অসুখ''। কবিরাজ সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া নবাবকে সেই কথা জানাইলে নবাব নিজেই চলিয়া আসিলেন। আসিয়া বলিলেন, ''আপনি প্রতিদিনের মত আমার রাজদরবারে যাইতেছেন না কেন?'' শ্রীসনাতন বলিলেন, ''আমি আর আপনার চাকুরী করিব না।'' নবাব বলিলেন, ''আপনি চাকুরী না করিলে আমার রাজ্যের প্রভূত ক্ষতি হইবে।'' শ্রীসনাতন কহিলেন, ''যাহা হইবার হউক, আমি কিছুতেই আপনার চাকুরী করিব না।'' নবাব বলিলেন, ''আপনি চাকুরী না করিলে কারাগারে বন্দি করিয়া রাখিব।'' শ্রীসনাতন বলিলেন, ''আপনি নবাব। আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন চাকুরী আর করিব না।''

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন ও কৃপা লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন কাশীতে শ্রীচন্দ্রশেখরের বাড়ী অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচন্দ্রশেখরকে দিয়া শ্রীসনাতনের ক্ষৌরকর্ম্মাদি করাইয়া ভদ্রবেশ করাইলেন। শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে আসিয়া প্রণত হইয়া প্রশ্ন করিলেন,

"কে আমি," কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়।।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি।।"

---(চৈঃ চঃ মধ্য বিংশ ১০২-১০৩)

এই প্রশ্নের উত্তর মহাপ্রভু তাঁহাকে সকল শাস্ত্রের সার কথা জীবের স্বরূপ, কর্ত্তব্য ও ভজনাদি বিষয় জানাইয়াছিলেন। যাহা শ্রীসনাতন শিক্ষা নামে প্রসিদ্ধ।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশকে শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীসনাতন বহু লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধা-মদনমোহনের শ্রীবিগ্রহ উদ্ধার করিয়াছিলেন। তৎসহ আমার ন্যায় জীব সকলকে শুদ্ধভক্তি জ্ঞাপনার্থে বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

a a a

পারিব। সাধ্য-সাধনতত্ত্ব আমি জিজ্ঞাসা করিতে জানি না। কৃপাপূর্ব্বক আপনি আমার সকল জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্য বিষয়ের উপদেশ করুন।''

শ্রীল সনাতন শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। তথাপি মাদৃশ বদ্ধজীবের নিত্যকল্যাণ বিধানার্থ স্বয়ং মহাপ্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাক্য আমাদিগকে শ্রবণসৌভাগ্য প্রদানার্থ জিজ্ঞাসা করিতেছেন জানিয়া মহাপ্রভু কহিতে লাগিলেন, ''সনাতন, কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পরিপূর্ণরূপেই বিদ্যমান। তুমি সব তত্ত্বই জান। তোমার কোন ত্রিতাপ জ্বালা নাই। তুমি কৃষ্ণভক্তিরসপাত্র। ভক্তিরস তোমাতে পরিপূর্ণ রূপেই অবস্থিত। তথাপি দৃঢ়তা লাভের জন্য জিজ্ঞাসা করা সাধুর স্বভাব। আচ্ছা আমি ক্রমে ক্রমে সব তত্ত্বই তোমাকে জানাইতেছি। ভক্তিরস প্রবর্ত্তনের তুমিই যোগ্য পাত্র। এক্ষণে শ্রবণ কর।''

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এস্থলে শ্রীল রূপপাদ প্রণীত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ হইতে তত্ত্ব জিজ্ঞাসার একান্ত প্রয়োজনীয়তা এবং তাহাতেই যে অভীষ্ট সিদ্ধি, ইহা জ্ঞাপনার্থ নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন---

''অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ।
সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতিঃ।।''

(ভঃ রঃ সিঃ সাধনভক্তি লহরী ৪৭ অঙ্ক)

'সদ্ধর্ম্ম' বলিতে ভাগবতধর্ম্ম বা সাধুগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তৎকৃত অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন--

সদ্ধর্ম্মস্য (নিত্যোপাদেয় ভাগবতধর্ম্মস্য) অববোধায় (তত্ত্বজ্ঞানায়, তত্ত্বং জিজ্ঞাসিতুমিত্যর্থঃ) যেষাং (ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবাণাং পুং সাং) নির্ব্বন্ধিনী (অচঞ্চলা) মতিঃ (রতিঃ বুদ্ধির্ব্বা) (বর্ত্ততে) এষাং

জীবাত্ম স্বরূপের অভিধেয় বা স্বাভাবিক কর্ত্তব্য জ্ঞান এবং কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণে প্রগাঢ় প্রীতিই জীবস্বরূপের প্রকৃত প্রয়োজন জ্ঞান। দ্রব্যময় যজ্ঞকে কর্ম্মকাণ্ড বলে, উহাতে আত্মেন্দ্রিয় তর্পণবাঞ্ছাময় ক্ষয়িষ্ণু ফল-কামনা থাকায় উহা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ বাঞ্ছাময় পরমার্থ--পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম সম্পদের নিকট অতীব তুচ্ছ--জুগুপ্সিত (নিন্দিত) বলা হইয়াছে। অবশ্য জ্ঞানমার্গের নির্ব্বিশেষ অবস্থাটিকে ভক্তিমার্গে বিশেষভাবে গর্হণ করা হইয়াছে। অপ্রাকৃত চিৎ-সবিশেষ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন জ্ঞানই দিব্যজ্ঞান। কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের সৌভাগ্য উদিত হইলে তিনিই দ্রব্যময় কর্ম্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানময় জ্ঞানকাণ্ডের বৈশিষ্ট্য জানাইয়া উক্ত দিব্যজ্ঞানরূপ দীক্ষা প্রদান করতঃ, তচ্চরণাশ্রিত জীবকে ভক্তিমার্গে লইয়া গিয়া তাঁহার শুদ্ধ স্বরূপোদ্বোধনরূপ ভাগবতী দীক্ষা প্রদান করেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন---

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।। (গীতা ৪/৩৪)

আমি এস্থলে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মর্ম্মানুবাদটি প্রকাশ করিতেছি--"যদি বল, এই দ্রব্যময় ও জ্ঞানময় যজ্ঞের ভেদ বিচার তোমার পক্ষে কঠিন; অতএব আমার উপদেশ এই যে, তুমি এই ভেদ বিচারপূর্ব্বক জ্ঞান লাভের জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুদিগের আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাতপূর্ব্বক ও অকৃত্রিম সেবা করতঃ সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও তাঁহার সারার্থবর্ষিণী টীকায় লিখিতেছেন-

গুরুপদবাচ্য হইবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের পরিপ্রশ্ন শ্রবণান্তর তাহার উত্তর দান আরম্ভ করিলেন। এখানেই সনাতন শিক্ষার সম্বন্ধতত্ত্ব বিচার আরম্ভ হইল।---'আমি' বলিতে চিৎকণ জীব। পঞ্চভূতাত্মক স্থূল দেহ বা মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম দেহকে আমি বলা যাইবে না। জীবাত্মাই ঐ দুই স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহের চেতনতা সম্পাদন করে, তাই উহাদিগকে আমি বলিয়া জীবের ভ্রান্তি হয়। এই ভ্রান্তিই জীবের যাবতীয় অনর্থোৎপত্তির কারণ স্বরূপ। এই প্রথম প্রশ্নটি মাত্র তিনটি অক্ষরাত্মক হইলেও ইহার উত্তর বিরাট বিরাট গ্রন্থমাধ্যমেও সম্যক্ প্রকারে দেওয়া সম্ভব হয় না।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৩শ অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন---শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথারোহণে গুণ্ডিচা যাত্রাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে নিজের নর্ত্তনেচ্ছা হইলে শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামিপাদ সাত সম্প্রদায়কে একত্র করিয়া তাঁহার সহিত শ্রীবাস, রামই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ, হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব ও গোবিন্দ--এই নবমূর্ত্তিকে লইয়া মহাপ্রভুর সহিত নর্ত্তন কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবকে দণ্ডবৎ প্রণতি বিধান করতঃ ঊর্দ্ধমুখে করজোড়ে নিম্নলিখিত শ্লোক চতুষ্টয় দ্বারা স্তুতি করিতে লাগিলেন---

১) নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

[''ব্রহ্মণ্যদেব গো-ব্রাহ্মণের হিত-স্বরূপ, জগতের মঙ্গলস্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও গোবিন্দস্বরূপ--সেই পরম প্রভুকে নমস্কার করি।'']

এস্থলে শ্রীজগন্নাথাভিন্নবিগ্রহ স্বয়ং বিষয়বিগ্রহস্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈন্যভরে নিজেকে জীবাত্মাভিমানে জীবস্বরূপের কৃষ্ণদাসানুদাসরূপে পরিচয় প্রদান করিলেন, শ্রীসনাতম শিক্ষারম্ভেই মহাপ্রভু সর্ব্বপ্রথমে জীবের স্বরূপ বিচার শিক্ষা দিলেন---

''জীবের 'স্বরূপ' হয়---কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি' 'ভেদাভেদ প্রকাশ'।।''

(চৈঃ চঃ মধ্য বিংশ ১০৮)

শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর সমগ্র জগজ্জীবের পক্ষ হইতে আমি কে? প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং ভগবান্ আশ্রয়ের ভাবে বা ভক্তভাবে বিভাবিত হইয়া সমগ্র জীবের চরম মঙ্গল বিধানার্থ উত্তর দিতেছেন, 'আমি' বস্তুটি স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহ নয় বা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহ নয়, আমি--জীবাত্মা---আমি--কৃষ্ণের নিত্যদাস--আমি--গোপীভর্ত্তা গোপীজনবল্লভ গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের দাস-দাসানুদাস--কৃষ্ণভক্ত কার্ষ্ণ বা বৈষ্ণবের নিত্য দাসানুদাস--কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণের নিত্যদাস--আমি সেই কৃষ্ণভক্তের নিত্যদাসানুদাস, ইহাই জীবের স্বরূপের পরিচয়, এই পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে জগতের প্রত্যেক 'আমি' নিজ নিজ হিতাকাঙ্ক্ষার সহিত পরস্পর সর্ব্বজীবের হিতাকাঙ্ক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে পারিব, তাহা হইলেই জগতের সর্ব্বত্র প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইতে পারিবে। বিভুচিৎ বা বৃহচ্চেতন ভগবানের সহিত অণুচিৎ বা চিৎকণ জীবের নিত্য সম্বন্ধ। ভগবান নিত্য, জীবও নিত্য। এই সম্বন্ধটি এক আধ মিনিট বা একটা ক্ষণকালের সম্বন্ধ মাত্র নহে। আমি কৃষ্ণের নিত্য বা সর্ব্বকালের সেবক, আমার এই জীবনের ক্ষণকালও কৃষ্ণকার্ষ্ণ সেবা ব্যতীত অন্য

অর্থাৎ বিষয়িগণ যেমন প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মলমূত্র বিসর্জ্জন-মুখপ্রক্ষালন-দন্তধাবন-স্নান-দর্শন-শ্রবণ-কথনাদি ব্যাপার বিষয় সুখ ভোগার্থ এবং কর্ম্মিগণ যেমন ঐ সকল দেবতা পিতামাতা পুত্রাদির নিমিত্ত করিয়া থাকেন, ভগবৎ ভক্তগণ তদ্রূপ ঐ সকল ভগবৎ-সেবার্থ করেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল কায়িক বাচিক ও মানসিক ক্রিয়াদি ভক্ত্যঙ্গস্বরূপ হইয়া যায়। স্বভাবের প্রেরণাবশতঃ মানুষ শরীরাদি দ্বারা যাহা কিছু করে তাহা নারায়ণের সেবার উদ্দেশ্যে সমর্পিত হইলেই বা তৎসমুদয়কে নারায়ণসেবার্থ বিনিয়োগ করিতে পারিলেই তাহা ভক্ত্যঙ্গ হইবে।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব বিভাগ ২/৮ শ্লোকধৃত পঞ্চরাত্র বাক্যেও কথিত হইয়াছে---

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ।।

অর্থাৎ হে দেবর্ষে, শ্রীহরিকে উদ্দেশ্য করিয়া যে ক্রিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, সাধুগণ তাহাকেই বৈধীভক্তি বলেন। এই বৈধীভক্তি যাজন করিতে করিতে প্রেমভক্তি লভ্য হয়।

ব্রজবাসীর কৃষ্ণে স্বাভাবিকী প্রীতি বিদ্যমানা, আবার কৃষ্ণেরও ব্রজবাসীপ্রতি তদ্রূপ স্বাভাবিকী-প্রীতি, ব্রজবাসীর এইরূপ স্বাভাবিকী-প্রীতিই রাগাত্মিকা অর্থাৎ রাগস্বরূপাভক্তি বলিয়া কথিত হয়। এই ভক্তির আনুগত্যে যে ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই নাম রাগানুগাভক্তি। বিধিমার্গে ব্রজভাব পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে---

"বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি।।"

(চৈঃ চঃ আঃ ৩/১৫)

কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার।।
কৃষ্ণলাগি' আর সব করি' পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ।।

(চৈঃ চঃ আদি চতুর্থ ১৬৭-১৭৫)

আমরা ইতঃপূর্ব্বে যে 'আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস বা দাসানুদাস'---এইরূপ স্বরূপবিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজ হিতাকাঙ্ক্ষার সহিত সর্ব্বজীবের হিতাকাঙ্ক্ষায় প্রবৃত্ত হইবার কথা বলিয়াছি, তাহাতে একটি বিশেষ লক্ষ্যীভূত বিষয় এই যে, নিজের বা অপরের হিতাকাঙ্ক্ষা কালে আমার হৃদয়ে যেন কোন প্রকার দম্ভ আসিয়া উপস্থিত না হয়, এ বিষয়ে বিশেষভাবে সাবধান না হইতে পারিলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-বাঞ্ছারূপ প্রেমসম্পদলাভে সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত হইতে হইবে। তজ্জন্য শ্রীশ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদের 'মনঃ শিক্ষা' শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পদ্যাকারে অনুবাদ সহ পুনঃ পুনঃ সযত্নে অনুশীলনীয়, তাহা হইলেই আমরা তাঁহাদিগের কৃপাবলে ক্রমে ক্রমে প্রেমসম্পদ্ রাজ্যে বা ব্রজের পথের পথিক হইতে পারিব, নতুবা সাধন-ভজন--আচার প্রচারাদি সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি তুল্য নিরর্থক হইয়া পড়িবে। 'দম্ভ' বড় ভয়ঙ্কর শত্রু। এজন্য ''গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান--তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন। অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ।''--এই মহাজন বাক্যটি সর্ব্বদা স্মৃতিপটে জাগরূক রাখিতে হইবে। ঠাকুর কীর্ত্তন করিয়াছেন--

''গুরুদেবে, ব্রজবনে, ব্রজভূমিবাসিজনে,
শুদ্ধভক্তে আর বিপ্রগণে।
ইষ্টমন্ত্রে, হরিনামে, যুগল ভজনকামে,

মধ্যলীলা এবং শেষ দ্বাদশ বৎসরকে অন্ত্যলীলা নাম দেওয়া হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীল মুরারিগুপ্ত প্রভুর আদিলীলার সূত্র দর্শনে মহাপ্রভুর আদিলীলা এবং শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামিপ্রভুর কড়চা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী অবলম্বনে শেষ (মধ্য, অন্ত্য) লীলা বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু ১৬ বৎসর কাল পুরীধামে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীল স্বরূপ-দামোদরপ্রভুর শ্রীমুখে শুনিয়া এবং নিজে স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর লীলা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং চরিতামৃতের এক বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদি, মধ্য ও অন্ত্য---সমগ্র লীলাই শ্রীনামের আচার ও প্রচারময়। ফাল্গুনী পূর্ণিমাসন্ধ্যায় দৈবক্রমে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে সকল জীবকে নাম কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত ও প্রভাবিত করিয়া সেই নামের মধ্যে মহাপ্রভু জন্মলীলা প্রকট করিলেন। বাল্যলীলায় বাল্যভাবচ্ছলে শিশু নিমাইর ক্রন্দনলীলা, কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতি নাম শ্রবণে শিশুর ক্রন্দন বন্ধ হয় বুঝিতে পারিয়া নারীগণ এবং বন্ধুবান্ধব সকলেই শিশুর ক্রন্দন নিবারণার্থ নাম গ্রহণ করেন। এইরূপ ক্রন্দনচ্ছলে মহাপ্রভু বাল্যলীলায় তাঁহার দর্শনার্থী সকলকেই নাম গ্রহণ করাইলেন। নারীগণই তাহার নাম রাখিলেন 'গৌরহরি'--

অতএব 'হরি' 'হরি' বলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা সর্ব্ব-বন্ধুজন।।
'গৌরহরি' বলি তারে হাসে সর্ব্ব নারী।

প্রচার করিয়াছেন। (চৈঃ চঃ আঃ ১৩/২৭ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার রীতিই ছিল---"যারে দেখে তারে কহে---লহ কৃষ্ণ নাম। (এইরূপে) কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপগ্রাম।।" (চৈঃ চঃ আঃ---১৩/৩০ দ্রষ্টব্য)।

জগাই মাধাই উদ্ধারলীলারই পূর্ব্বাভাস--একদিন হঠাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে আদেশ করিলেন---

"শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।।
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা।।"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩/৮-১০)

মহাপ্রভুর এই আদেশ শিরে ধারণ করতঃ দুই প্রভু নবদ্বীপের ঘরে ঘরে গিয়া বলিতে লাগিলেন---

"বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে।
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই' এক মন।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৩/১৭)

নবদ্বীপের লোক নানাভাবে তাঁহাদিগের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইল। কেবল সজ্জনগণ তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসী জানিয়া অন্ন ভিক্ষা গ্রহণের নিমন্ত্রণ জানাইলে তাঁহারা তাঁহাদের নিকট অন্য কিছু ভিক্ষা না চাহিয়া

শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস প্রতি উক্তিতে আমরা পাই---"আচার করয়ে কেহ না করে প্রচার। (আবার) প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার।। আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য। তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য।।" আবার আচার ও প্রচার সম্বন্ধে আরেকটি লক্ষিতব্য বিষয় আমরা পূর্ব্বেও স্মরণ করিয়াছি ও এখনো করিতেছি যে, ঐ উভয় কার্য্যেই দম্ভ অহঙ্কার সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে। এই মহাজন বাক্যটি আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি যে---

"আমি ত' বৈষ্ণব---এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি, হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী।।"

এস্থলে আরেকটি বিচার লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের স্বরূপ বিচারে 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসানুদাসঃ' অর্থাৎ আমি গোপীনাথের দাস যে বৈষ্ণব, তাঁহারও দাসানুদাস--এইরূপ যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, আমাদিগকে সেইরূপ বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। এই জন্যই মহাপ্রভুর 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোক শিক্ষাদান, ঐ চারিটি গুণে গুণান্বিত না হইতে পারিলে আমরা ভক্তিপথে একটুও অগ্রসর হইতে পারিব না, প্রেমধনে চির বঞ্চিত থাকিব। শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন-- মহারাজ প্রতাপরুদ্রের তোমাতে যে প্রীতি হইয়াছে, এই গুণে কৃষ্ণ তাঁহাকে অঙ্গীকার করিলেন। শ্রীচৈতন্য- চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"প্রভু কহে,---তুমি কৃষ্ণভকত-প্রধান।
তোমাকে যে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান।।
তোমাতে যে এত প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবে অঙ্গীকার।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ১১/৩১ ধৃত পাদ্যবাক্য)

অর্থাৎ "হে দেবি; অন্যান্য দেবতার আরাধনাপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ; বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা ভক্তের অর্চ্চন শ্রেষ্ঠ।"

শুদ্ধভক্তসেবা বহুসুকৃতিলভ্য--ভাঃ ৩/৭/২০

"দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ১১/৩২ ধৃত ভাগবত বাক্য)

অর্থাৎ "দেবদেব জনার্দ্দনের যাঁহারা নিত্য গান করেন, সেই বৈকুণ্ঠ পথগামী কৃষ্ণদাসদিগের সেবা অল্প তপস্যাবান ব্যক্তির পক্ষে অপ্রাপ্য।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু ২৪ বৎসর গার্হস্থ্যলীলার পর মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষে সন্ন্যাসগ্রহণ লীলা প্রকট করতঃ ফাল্গুন মাসে আসিয়া নীলাচলে বাস করিলেন, অতঃপর ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা দর্শনান্তে চৈত্রমাসে সার্ব্বভৌম উদ্ধারলীলা সম্পাদন পূর্ব্বক বৈশাখ মাসের প্রথমেই দক্ষিণ যাত্রার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহানন্তর শঙ্করারণ্য স্বামী নামে প্রসিদ্ধি লাভ ও শোলাপুর জেলান্তর্গত পাণ্ঢরপুর তীর্থে অপ্রকটলীলাবিষ্কারাদি কথা সমস্তই জানা সত্ত্বেও অগ্রজের অন্বেষণচ্ছলে দাক্ষিণাত্য উদ্ধারকল্পে একাকী বহির্গত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কৃষ্ণদাস নামক এক সরল বিপ্রকে তাঁহার জলপাত্র বহির্বাস বহনাদি সেবা নিমিত্ত সঙ্গে দিলেন। মহাপ্রভু সেই বিপ্রসঙ্গে পদব্রজে আলালনাথ হইয়া সমস্ত তীর্থ নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমাবেশে মত্তসিংহপ্রায় চলিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখকীর্ত্তিত শ্লোক--

"কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে।

সেইরূপ শক্তি সঞ্চার করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারভার অর্পণ করিতেন।''
(চৈঃ চঃ মঃ ৭/৯৯ অপ্রভা দ্রষ্টব্য)

শ্রীমন্মহাপ্রভু সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে শত শত ভাগ্যবান ব্যক্তিকে আলিঙ্গন দ্বারা শক্তিসঞ্চার করতঃ, তাঁহাদের দ্বারা আবার শত শত ব্যক্তিকে বৈষ্ণব করাইয়াছেন। মহাপ্রভু যে গ্রামে যে বিপ্রগৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ভিক্ষাদাতা এবং তথায় তাঁহাকে দর্শনার্থ যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর কৃপায় মহাভাগবত হইয়া বৈষ্ণবতা লাভ করতঃ আচার্য্য রূপে আবার শত শত লোককে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছেন, কবিরাজ প্রভু গোস্বামী লিখিয়াছেন—

''এইমত পথে যাইতে শত শত জন।
'বৈষ্ণব' করেন তাঁরে করি' আলিঙ্গন।।
যেই গ্রামে রহি' ভিক্ষা করেন যাঁর ঘরে।
সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে।।
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
সেই সব আচার্য্য হঞা তারিল জগৎ।।
এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্বদেশ 'বৈষ্ণব' হৈল প্রভুর সম্বন্ধে।।
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈলা প্রকাশে।
সেই শক্তি প্রকাশি' নিস্তারিল দক্ষিণ দেশে।।''
(চৈঃ চঃ মঃ ৭/১০৫-১০৯)

উক্ত ১০৯ সংখ্যক পয়ারের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে—

''নবদ্বীপ 'ধাম' হইলেও তথায় তৎকালে ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রের বিশেষ প্রবলতা থাকায় সেই সেই শাস্ত্রের অধ্যাপকদিগের মধ্যে

-দু বাহু তুলিয়া--নাচিয়া নাচিয়া শ্রীহরি, কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে মাতোয়ারা হইলেন---এইরূপে পরম্পরায় শ্রীমন্মহাপ্রভু সকল দেশকেই কৃষ্ণনামামৃত বন্যায় ভাসাইতে লাগিলেন। মহাপ্রভু যে গ্রামে যান, সেখানেই এইরূপ অত্যাশ্চর্য্যলীলা হইতে লাগিল। কূর্ম্ম নামে সেই গ্রামের এক ভক্ত বৈদিক ব্রাহ্মণ পরম শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে মহাপ্রভুকে তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ জানাইলেন। মহাপ্রভুকে নিজগৃহে আনিয়া তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করতঃ সেই চরণামৃত সবংশে ভক্ষণ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইলেন এবং আত্যন্তিকী ভক্তিভরে বহু উপচারসহ শাল্যন্ন ভোজন করাইয়া স-গোষ্ঠি সেই প্রসাদান্ন ভোজন করতঃ অত্যন্ত দৈন্য সহকারে কহিতে লাগিলেন---

(প্রভো!) ''যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে।।
মোর ভাগ্যের সীমা না যায় কহন।
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম-কুল-ধন।।
কৃপা কর, প্রভু মোরে, যাঙ তোমা, সঙ্গে।
সহিতে নারিমু তোমার বিরহ-তরঙ্গে।।

(চৈঃ চঃ মঃ ৭/১২৪-১২৬)

বিপ্রের দৈন্যোক্তি শ্রবণে মহাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন---

''(প্রভু কহে--) ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে রহি' কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা।।
যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।।
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।

বলিতেছেন—

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোনুপশ্যে।।

(ভাঃ ৭/৯/৪৪)

অর্থাৎ ''হে দেব, প্রায়ই নিজমুক্তিকামী মুনিগণ নির্জ্জনে মৌনব্রত পালন করেন, পরার্থপর নহেন। (এই) দীন (দৈত্যবালকগণকে) পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করি না। তোমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও (কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া বিভিন্ন যোনিতে) ভ্রমণশীল জীবগণের রক্ষক দেখি না।''

এইরূপ প্রহ্লাদোক্তিদ্বারা বুঝা যাইতেছে--প্রহ্লাদ নিজ হিতাকাঙক্ষারও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে জ্ঞাপন করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুরও উপদেশ---জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার। তবে পরহিত চেষ্টাকার্য্য যাহাতে নিজের গুরুত্ব বা বৈষ্ণবত্বাভিমানে প্রতিষ্ঠাকাঙক্ষা না আসে, তজ্জন্য সর্ব্বদা গুরু-বৈষ্ণব ভগবানের পাদপদ্ম শিরে ধারণ করিতে হইবে, আমি তাঁহাদের আজ্ঞাবাহী 'ভৃত্যানুভৃত্য'--সর্ব্বদা এই অভিমানই হৃদয়ে পোষণ করিতে হইবে।

''এইমত যাঁর ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে, তাঁরে করায় এই শিক্ষা।।''

(চৈঃ চঃ মধ্য ৭/১৩০)

এই পয়ারের অনুভাষ্যে পরমারাধ্য প্রভুপাদ লিখিয়াছেন---

''শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে আশ্রয়

প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে 'বাসুদেব' নামক এক বিপ্র---সর্ব্বাঙ্গে তাহার গলিত কুষ্ঠ, তাহা আবার কীটে পরিপূর্ণ, এক একটী কীট ভূমিতে পড়িয়া গেলে ব্রাহ্মণ সযত্নে তাহাকে তাঁহার খতস্থানে বসাইয়া দেন। তিনি রাত্রিতে কূর্ম্মবিপ্রগৃহে মহাপ্রভুর শুভাগমন শ্রবণ করিয়া তাঁহার দর্শনলাভের জন্য বড় আর্ত্তিভরে প্রভাতে কূর্ম্মগৃহে আসিয়া কূর্ম্মবিপ্রমুখে মহাপ্রভুর তথা হইতে স্থানান্তরে গমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্রই বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন এবং মর্ম্মভেদী বিলাপ করিতে লাগিলেন। আহা, সর্ব্বান্তরযামী ভক্তবৎসল ভগবান গৌরসুন্দর বহুদূরে চলিয়া গেলেও কুষ্ঠীবিপ্রের সে করুণ ক্রন্দন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই তিনি তথা হইতে দ্রুত গতিতে সেই কূর্ম্মবিপ্রগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই কুষ্ঠীবিপ্রকে ভূমি হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গ স্পর্শমাত্রই বিপ্রের সেই কুষ্ঠ এবং তজ্জনিত যাবতীয় দুঃখ কষ্ট ক্ষণকালের মধ্যে দূর হইল, বিপ্র অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য ও আনন্দ লাভ করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ভক্তরাজ সুদামা বিপ্র মুখনিঃসৃত নিম্নোক্ত ভাগবতীয় শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

''ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ।।''

(ভাঃ ১০/৮১/১৬)

অর্থাৎ আহা আমার মতো একটা পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণাধম কোথায়, আর কোথায় সেই পরমদয়াল শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণ। আমি যখন তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার কক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছি, তিনি

ও নষ্টকুষ্ঠি বিপ্র) উভয়ে পরস্পরের কণ্ঠ ধারণ করতঃ মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত গুণগাথা কীর্তন করিতে করিতে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই হইতে এই মহদাখ্যানের নাম হইল--- 'বাসুদেবোদ্ধার' আর মহাপ্রভুর নাম হইল--'বাসুদেবামৃতপ্রদ'।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে উক্ত কূর্ম্মস্থানের মাহাত্ম্য এইরূপ লিখিয়াছেন---

''বি-এন-আর লাইনে গঞ্জাম জেলার চিকাকোল রোড ষ্টেশন হইতে আট মাইল পূর্ব্বে কূর্ম্মাচল বা শ্রীকূর্ম্মম্; ইহা তেলেগুভাষিগণের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ। (গঞ্জাম ম্যানুয়াল)। তথায় কুর্মমূর্ত্তি বিরাজমান। শ্রীরামানুজ যে কালে একাদশ শক শতাব্দীতে কূর্ম্মাচলে শ্রীজগন্নাথদেব কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হন, তখন কূর্ম্মমূর্ত্তিকে তিনি শিবমূর্ত্তি জ্ঞান করায় উপবাস করেন, পরে তাঁহাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি জানিয়া কূর্ম্মদেবের সেবা প্রকাশ করেন।'' প্রপন্নামৃতগ্রন্থে ছত্রিশ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে যে শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীপুরীধাম হইতে একরাত্রের মধ্যেই শ্রীরামানুজাচার্য্যকে কূর্ম্মক্ষেত্রে লইয়া আসেন। প্রভাতে রামানুজ নিজেকে কূর্ম্মক্ষেত্রে দেখিয়া খুবই বিস্মিত হন, কূর্ম্মদেবকে শিবমূর্ত্তি মনে করিয়া রামানুজ সারাদিন উপবাসী থাকেন, পরে কূর্ম্ম ভগবান স্বপ্নে তাঁহাকে জানান যে তিনি কূর্ম্মদেব, শঙ্খ-চক্র- গদা-হস্ত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি, লোকে ভ্রান্তিবশতঃ যাঁহাকে শিবলিঙ্গ জ্ঞান করে। শ্রীকূর্ম্মদেব তাঁহার অপূর্ব্ব বিষ্ণুমূর্ত্তি রামানুজাচার্য্যকে দর্শন করান। আচার্য্যদেব সেখানে কতিপয় দিবস অবস্থান পূর্ব্বক মহাসমারোহে সেবাপূজাদি করিলেন, তদবধি সকলেই কূর্ম্মদেবকে বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া জানিতে পারিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবই তদ্ভক্ত

নাম তটস্থা। বিভু বা বৃহৎ চেতন অণুচেতনে ভেদ প্রকাশ এবং কৃষ্ণ চিৎবস্তু, জীব অতি ক্ষুদ্র হইলেও চিৎবস্তু, এইজন্য চেতনে চেতনে অভেদ প্রকাশ, অতএব যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, কেবল ভেদ বা কেবল অভেদ নহে। তটস্থা শক্তি সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক (৪/৩/৯ মন্ত্র) শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে---

"তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত দৈঞ্চ পরলোক স্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্ এতে উভে স্থানে পশ্যতি ইদঞ্চ পরলোক স্থানঞ্চ।"

অর্থাৎ সেই জীব পুরুষের দুইটি স্থান অর্থাৎ এই জড়জগৎ ও অনুসন্ধেয় চিজ্জগৎ। জীব তদুভয়ের মধ্যে স্বীয় সন্ধ্য তৃতীয় স্বপ্ন স্থানস্থিত। তিনি সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড় বিশ্ব ও চিৎবিশ্ব উভয় স্থানই দেখিতে পান।

ঐ শ্রুতিতে (৪/৩/১৮) আর একটি বাক্য উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে---

"তদ্ যথা মহামৎস্য উভেকুলেনুসঞ্চারতি পূর্ব্বঞ্চ পরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতানুভাবন্তাবনু সঞ্চারতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ।"

সেই তাটস্থ্য ধর্ম্ম এইরূপ। যেরূপ মহামৎস্য একটি নদীতে থাকিয়া কখন পূর্ব্ব ও কখন পর---এই দুই তটে সঞ্চারণ করে, সেইরূপ জীব পুরুষ জড় ও চিৎ বিশ্বের মধ্যে কারণবারিতে সঞ্চারণ করিবার উপযোগী হইয়া উভয়কূল অর্থাৎ স্বপ্নান্ত ও বুদ্ধান্ত কুলেতে সঞ্চারণ করিয়া থাকেন।"

তটস্থাশক্তিসম্ভূত জীবসমূহ পরমেশ্বর হইতে নিঃসৃত হইয়াও পৃথক সত্তা বিশিষ্ট, সূর্য্যকিরণ পরমাণু বা অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ তাহার উদাহরণ

তাঁহাদের ইচ্ছা, কোন স্বতন্ত্রতা নাই; বিভিন্নাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্ব হইতে নিত্য ভিন্নাভিমানী। স্বীয় ক্ষুদ্রস্বরূপানুসারে অতিশয় ক্ষুদ্রশক্তিবিশিষ্ট এবং কৃষ্ণেচ্ছা হইতে তাঁহাদের ইচ্ছা পৃথক। কৃষ্ণ হইতে এরূপ অনন্ত জীব নিঃসৃত হইয়াও কৃষ্ণের পূর্ণতা হানি হয় না। ঐ সকল জীবের মায়া প্রবেশের পূর্ব্বেই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ অতএব মায়িককালের পূর্ব্ব হইতে সেই অপরাধের মূল হওয়ায় অনাদি বহির্ম্মুখতা বলা যায়।"

---শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(তটস্থা শক্তি সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অতি সুন্দর ভাবে যে বিচার করিয়াছেন, আমি তাহার সমস্তই উদ্ধার করিয়া দিলাম।)

সুতরাং দেখা যাইতেছে--স্বরূপবিস্মৃতি ফলেই আমাদিগকে তাপত্রয়ে দগ্ধীভূত হইতে হইতেছে। তাৎকালীক সুখপ্রদ জড়ভোগ বিলাসে উন্মত্ত হইয়া আমরা গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্রবাক্য অবহেলা করিতেছি, তাহার ফলে আমাদিগকে নানা অশান্তিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইতেছে। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন--- যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের ইচ্ছামত চলে, সেই স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি সুখসিদ্ধি পরাগতি লাভ করিতে পারে না, সুতরাং শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান উৎপাদক, শাস্ত্রই আমাদিগের কার্য্যাকার্য্যের ব্যবস্থাপক, কোন্‌টি করণীয় বা কর্ত্তব্য, কোন্‌টি অকরণীয় বা অকর্ত্তব্য, তাহা শাস্ত্রই ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, সেই শাস্ত্র---সর্ব্ব-শাস্ত্রময়ী গীতা বা সর্ব্ববেদান্তসার ভাগবতবাক্য না মানিলে তাহাকে পরিণামে অবশ্যই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন আহার শুদ্ধৌ

এবং ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত, বেদমাতা ব্রহ্মগায়ত্রী ও সর্ব্বমূল বেদেরও তাৎপর্য্য-স্বরূপ-সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনা করিলেন, যাহাতে আমরা বেদার্থবোধে অসমর্থ হইয়া বিপথগামী না হই। শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা--মহাভারতের তাৎপর্য্য নির্ণায়ক, সেই মহাভারতেরও তাৎপর্য্য শ্রীমদভাগবত--ব্যাসদেবের সমাধিলব্ধ বস্তু। গীতাকে সর্ব্বশাস্ত্রময়ী বলা হইয়াছে--যথা ''ভারতে সর্ব্ববেদার্থং, ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ। গীতায়ামস্তিঃ তেনেয়ং সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা।

.... শ্রীমদ্‌ভাগবত সেই গীতারও তাৎপর্য্য গ্রন্থ হওয়ায় শ্রীমদ্‌ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রেরই তাৎপর্য্য গ্রন্থ। শ্রীভাগবত গ্রন্থে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণকেই পরমারাধ্য উপাস্য তত্ত্ব বলা হইয়াছে, ব্রজবধূবর্গের বা ব্রজবধূশিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানু- রাজনন্দিনী রাধারাণীর কৃষ্ণে স্বাভাবিকী প্রীতিমূলা যে উপাসনা, তাহাকেই অনুসরণীয়া উপাসনা এবং ব্রজবাসীর কৃষ্ণে যে স্বাভাবিকী প্রীতিমূলক প্রেম, তাহাকেই পঞ্চম পুরুষার্থ--পরম প্রয়োজনতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ব্রজবাসীর কৃষ্ণে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতাময়ী প্রীতির নামই রাগাত্মিকা বা রাগস্বরূপা ভক্তি, এই ভক্তিরই অনুগতা ভক্তির নামই রাগানুগা ভক্তি। সুতরাং কবিরাজ গোস্বামী যে 'বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম--তিন মহাধন।।'' ---চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১৪৩। ইহা পরম সত্য বেদবাক্যই।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন---

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ- হেতু এক---কৃষ্ণ রসপ্রেম।। (চৈঃ চঃ আঃ ১৭/৭৫)

চিত্তেই তাহার উদয় সম্ভব। অতএব শুদ্ধ (অন্যাভিলাষিতাশূন্য) শ্রবণকীর্ত্তনাদি ক্রিয়াই প্রধানতঃ সাধনভক্তি। তাহা দুই প্রকার--বৈধী ও রাগানুগা। যাঁহাদের হৃদয়ে (শুদ্ধ) রাগোদয় হয় নাই, তাঁহাদের আজ্ঞায় যে ভজন-প্রবৃত্তি হয়, তাহাই 'বৈধীভক্তি'।'' শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন--

''কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা স সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।।''
''নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়।।
এই ত' সাধনভক্তি--দুই ত' প্রকার।
এক 'বৈধীভক্তি', 'রাগানুগা-ভক্তি' আর।।
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
'বৈধী-ভক্তি বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।।''

(চৈঃ চঃ মঃ ২২/১০২, ১০৪-১০৬)

শ্রীমন্মহাপ্রভু চতুঃষষ্টি (৬৪) ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে পাঁচটি ভক্ত্যঙ্গকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন---

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।।
সকল-সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২২/১২৪-১২৫)

এই পঞ্চ অঙ্গ মধ্যে আবার শ্রীবিগ্রহ পূজা, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীধামবাস--এই তিনটি অঙ্গের বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে--

ভক্তির এক একটি অঙ্গ সাধনফলে নিম্নলিখিত ভক্তগণ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন--

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেথ সখ্যের্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্।।"

--চৈঃ চঃ মঃ ২২/১৩১ ধৃত পদ্যাবলীতে ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাঃ ভঃ লঃ ধৃত শ্লোক।

অর্থাৎ রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণে, শুকদেব সঙ্কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ তৎস্মরণে, লক্ষ্মী তদঙ্ঘ্রিসেবনে, পৃথুরাজ তৎপূজনে, অক্রূর তদ্‌ভিবন্দনে, কপিপতি হনুমান তদ্দাস্যে, অর্জ্জুন তৎসহ সখ্যে এবং বলি তাঁহাকে সর্ব্বস্ব ও আত্মনিবেদনে শ্রেষ্ঠরূপে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অম্বরীষ মহারাজ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন করিয়াছিলেন--

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরেমন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে।।
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে।।
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে

উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি।। (ভাঃ ১১/৬/৪৬)

অর্থাৎ হে ভগবান, আমরা তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস। তোমার নির্ম্মাল্য বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি তোমারই প্রদত্ত জানিয়া অনাসক্তভাবে গ্রহণ করিতে করিতে তোমার মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হইব।''

শ্রীমন্মহাপ্রভু তৎপ্রিয়তম শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন--

''ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি।।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।।'' (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪/৭০-৭১)

''নাম্নশ্চিন্ময়ত্বং শ্রুতিরাহ--

যথা--ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিৎ বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ''ওঁ তৎসদিতি।''

অস্যা অয়মর্থঃ---

''হে বিষ্ণো তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপং অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপং। তস্মাদস্য নাম্নঃ আ ঈষদেব জানন্তো বয়ং ন তু সম্যক্ উচ্চারণমাহাত্ম্যাদি পুরস্কারেণেত্যর্থঃ। তথাপি বিবক্তন ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ সুমতিং শোভনাং ত্বদ্‌বিষয়াং বুদ্ধিং ভজামহে প্রাপ্নু মঃ। যতস্তদেব নাম ওঁ প্রণবঃ সৎ স্বতঃসিদ্ধমিতি।'' --ভাঃ ৮/৩/৮-৯ শ্লোকের চক্রবর্ত্তী টীকা দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ ''হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা

জানিয়াছি, সেই ভক্তিটি কি প্রকার, তাহা ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে, যথা--

এতাবানেব লোকেস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।।

(ভাঃ ৬/৩/২২)

অর্থাৎ, নামসঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীভগবান বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ,---এই পর্য্যন্তই ইহ জগতে জীব সকলের পরমধর্ম্ম বলিয়া কথিত।''

সর্ব্বশক্তিমান এই নামের আভাস মাত্রই মহা মহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত সংসাধিত হয়----উক্ত শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে কথিত হইয়াছে---

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোপরে।।
সর্ব্বেষামপ্যঘমতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ।।--ভাঃ ৬/২/৯-১০

(শ্রীবিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণের ''অজামিল সমগ্র জীবন ব্যাপী যে সকল পাপাচরণ করিয়াছেন, তাহার কোন প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই, সুতরাং তাঁহাকে আমরা দণ্ডপাণি যমরাজের নিকট লইয়া যাইব, তথায় তিনি পাপানুরূপ দণ্ড পাইয়া শুদ্ধি লাভ করিবেন''---এই উক্তি শ্রবণ করিয়া যমদূতগণকে লক্ষ্য করতঃ নামমাহাত্ম্য কহিতে লাগিলেন--এই ব্রাহ্মণ অজামিল মৃত্যুকালে 'নারায়ণ' এই নামাভাস উচ্চারণ করতঃ শুধু এক জন্মের নয়, কোটী জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, শ্রীহরির নামাভাস গ্রহণই সর্ব্ববিধ পাপের উত্তম প্রায়শ্চিত্ত। কর্ম্মজড় স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপের

ব্যাপার থাকিতে পারে। ''এক কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে, পাপীর কি সাধ্য আছে তত পাপ করে।।'' ---এই কথাটি শুনিবামাত্র কেহ যদি উহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শ্রীনাম প্রভুর চরণে মহাপরাধে লিপ্ত হইতে হইবে। আমরা নামমহিমায় অবিশ্বাস হেতুই নামের ফল পাই না।শাস্ত্রবাক্যে--ভগবদ্‌বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। শ্রীগুরুকৃষ্ণপ্রসাদেই এই শ্রদ্ধারূপ ভক্তিলতার বীজ পাওয়া যায়। সেই বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া তাহাতে সাধুগুরুমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তন রূপ জলসেচন করিতে হইবে। তবেই সেই বীজ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। সেই অবস্থায়ও বিশেষ সাবধান হইতে হইবে, যাহাতে বৈষ্ণবাপরাধরূপ মহামত্ত হস্তী দ্বারা আক্রান্ত না হইতে হয়। আর একটি বিষয়েও বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে, যেন পরগাছারূপ ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা তথা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙক্ষা জীবহিংসা, অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গাদি, কুটিনাটি প্রভৃতির উদগম না হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি চলিলেও ঐ সকল পরগাছার উদগমে ''স্তব্ধ হইয়া মূল শাখা বাড়িতে না পায়''। (শুদ্ধভক্তে) সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম গ্রহণ ব্যতীত এই সকল মহা উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার আর কোন উপায় নাই। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবচরণ স্মরণ হইতে ক্ষণমাত্রও যেন বিরতি না আসে, তাহা হইলেই ভক্তিলতা কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ আশ্রয় লইবার সৌভাগ্য বরণ করিবেন। অবশ্য সেখানেও শ্রবণ কীর্ত্তন জল সেচন কার্য্য চলিবে। তবেই সেই ভক্তিলতায় প্রেমফল ফলিবে ---ক্রমশঃ তাহা পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সাধককে অফুরন্ত আনন্দ প্রদান করিবে। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্টনাম-সঙ্কীর্ত্তনই সাধন ও সাধ্যাবস্থা প্রাপক।

যো নাম সো হরি কিছু নাহি ভেদ
সো নাম সত্যমিতি গায়তি বেদ।।
সবু উপনিষদ-- রত্নমালা-দ্যুতি,
ঝক্‌মকি চরণ-সমীপে।
মঙ্গল-আরতি করই অনুক্ষণ
দ্বিগুণিত-পঞ্চ প্রদীপে।।
চৌদ্দ ভুবন-মাহ দেব-নর-বানর
ভাগ যাকর বলবান্।।
নামরস-পীযূষ, পিয়ই অনুক্ষণ,
ছোড়ত করম গেয়ান।
নিত্যমুক্ত পুনঃ নাম উপাসনা,
সতত করই সামগানে।
গোলোকে বৈঠত, গাওয়ে নিরন্তর,
নাম বিরহ নাহি জানে।।
সবুরস-আকর, 'হরি' ইতি দ্ব্যক্ষর
সবুভাবে করল আশ্রয়।
নাম-চরণে পড়ে ভক্তিবিনোদ কহে
তুয়াপদে মাগহু নিলয়।।